বাঙালি মুসলমানের এক মহান গৌরবের স্তম্ভ

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোঃ আজরফ

মরহুম জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব আমার দৃষ্টিতে বাঙ্গালি মুসলমানের এক মহান গৌরবের স্তম্ভ। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করে তখনকার দিনে দেশ বিভাগে নেতৃত্ব করেছিলেন বলেই তাকে আমি আমাদের গৌরব বলে মনে করি না। তার মধ্যে ছিলো বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের যারা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেসব নেতাদের মধ্যে এক বৈচিত্র।

আমি নিজে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেছি। তখনকার দিনে মুসলমান সমাজে যারা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তাদের সকলকেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হতো। এতে স্পষ্ট বোঝা যেতো পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা বাঙ্গালি মুসলমানদের হেয় জ্ঞান করতো। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে এ বিষয়টা মোটেই সহ্য হতো না। তিনি তাদের নেতৃত্ব সকল ক্ষেত্রে সহ্য না করে নিজেই নেতৃত্ব দান করতে চাইতেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নরসিংদীতে। আমি তখন নরসিংদী কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি তখন সম্ভবত পাকিস্তান কনষ্টিটিউশন এসেমবিলির ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা মন্ত্রী। নরসিংদীতে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য গিয়েছিলেন এবং সেখানে আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন। তার সাথে আলাপে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সর্ব অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদারপন্থী। তাঁর জীবনে তিনি একাধারে ছিলেন বাঙালি ও মুসলমান। এ জন্য তার প্রতি আমার বিরাট শ্রদ্ধা ছিলো।

১৯৬৪ সালে নরসিংদীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি তখনকার দিনের পাকিস্তানী নেতা ও অফিসারগণ ছিলেন প্রায়ই অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। এদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। অর্থাৎ যে মনোভাব নিয়ে আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেছিলাম ফজলুল কাদের চৌধুরীর মাঝেও আমরা সেই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম। এটা অবশ্য সত্যি যে, তিনি তার জন্মভূমি চট্টগ্রামের সর্বোতভাবে উন্নতির জন্য সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার অপরাপর কর্মের মধ্যে তখনকার দিনের এই পূর্বপাকিস্তানবাসী সকল লোকের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছেন। এ জন্য বর্তমান বাংলাদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমরা সকলেই তার কাছে কৃতজ্ঞ।